-২৮৬-

বিষয় : বিগত ২৪ মে, ২০১২ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "চামেলী" কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২৪ মে, ২০১২ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:৩০ টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "চামেলী" কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৮ম সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২.০ সভার প্রারম্ভে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শেখ আলতাফ আলীকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার অনুরোধ করেন।

৩.০ উপস্থাপন ঃ

৩.১ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে ৮ম সভার আলোচনা শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৭ম সভা ৩১ মার্চ, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৮ বছর পর জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের আজকের সভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সালের নভেম্বরে 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়েছে। দীর্ঘ আট বছরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভা না হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শেখ আলতাফ আলী আলোচ্যসূচি-১ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৭ম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদিত হয় ৩১ মার্চ, ২০০৪। পরিকল্পনাটির 'স্বল্প মেয়াদে' বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচির সময়সীমা ছিল ২০০১-২০০৫ এবং মধ্যমেয়াদের সময়সীমা ছিল ২০০৬-২০১০। ইতোমধ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে। পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট ১৩টি মন্ত্রণালয়সহ ৩৫টি সংস্থা পরিকল্পনার ৮টি গুচ্ছে অন্তর্ভূক্ত কর্মসূচির আওতায় মোট পুঞ্জিভূত ব্যয় করেছে প্রায় উনিশ হাজার কোটি টাকা; যা পরিকল্পনায় নির্দেশিত বরাদ্দের প্রায় ৬৩ শতাংশ।

৩.৩ সভাকে অবহিত করা হয় যে, ওয়ারপো ইতোমধ্যে (ক) ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন; (খ) Development of a Water Resources Model as decision Support Tools for National Management এবং (গ) Risk Base Evaluation of Brahmaputra Water Development in Meeting Future Water Demand সমীক্ষা কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া Assessment of Surface Water Resources এবং Assessment of Ground Water Resources নামে দু'টি সমীক্ষা প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৪ নদী ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপনের লক্ষ্যে (ক) যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প ; (খ) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং এবং (গ) নদী চ্যানেল ব্যান্ডেলিং পদ্ধতিতে নদী-তীর সংরক্ষণ গবেষণাধর্মী প্রকল্পসমূহের সাহায্যে নদী ভাঙ্গন রোধ এবং একই সাথে নদী-তীর ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

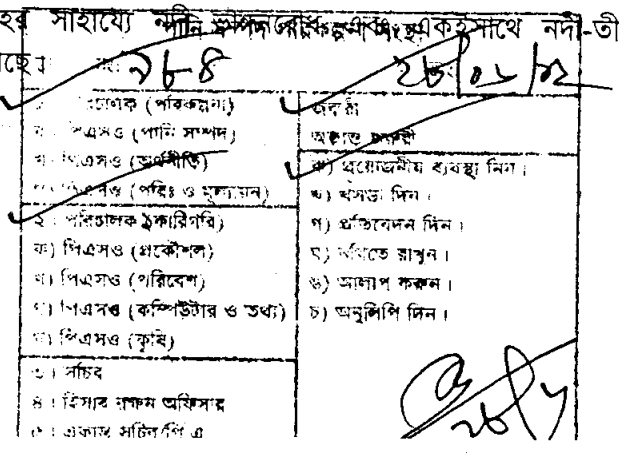

৩.৫ পানি সম্পদ সচিব সভাকে আরো অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নকল্পে একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে।

৪.০ এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও হালনাগাদকরণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহ্বান করেন।

৪.১ আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীতে লবনাক্ততা বেড়ে যায় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ থাকে। ফলে নদ-নদী কিংবা ভূ-গর্ভস্থ পানি কৃষিকাজে ব্যবহার অনুপযোগী হয় এবং কৃষি জমিতে আয়রণের শক্ত স্তর পড়ে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। একারণে শুষ্ক মৌসুমে হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনার জন্য Surface Water ব্যবহারের বিকল্প নেই। বিদ্যমান নদ-নদী, খালসমূহ বাঁধ নির্মাণের ফলে পলি জমে পানির ধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। ফলে, শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদী ও খালসমূহ শুকিয়ে যায়। তিনি ভূ-গর্ভস্থ পানির এ আয়রণ সমস্যা নিরসণকল্পে কৌশল নির্ধারণ এবং Surface Water ধরে রেখে কৃষিকাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা গুরুত্বসহকারে বিবেচনার আহ্বান জানান।

৪.২ জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন যে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা নদীতে শুষ্ক সময়ে কোন পানিপ্রবাহ থাকে না; নৌ-পথ চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৩ জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, মাননীয় এমপি, বরগুনা-১ বলেন যে, সম্প্রতি প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান একটি মাইলফলক। তিনি আরও বলেন যে, নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় ১০০ বছর মেয়াদী ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন বিষয়ে সমঝোতা স্বাক্ষর বর্তমান সরকারের একটি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিগত ভারত সফরের সময় সীমান্তবর্তী নদী ব্যবস্থাপনা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের আহ্বান জানান।

৪.৪ ড. এম এ কাসেম, প্রাক্তন মহাপরিচালক, ওয়ারপো বলেন যে, বর্তমান সরকার বিভিন্ন কারণে এ দেশে পানিবান্ধব সরকার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯৯৬ সালে এ সরকার গঠনের পর ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন করে; ১৯৯৮-২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যা অনুকরণীয় ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গড়াই নদী খননের সিদ্ধান্ত দক্ষিণ অঞ্চলের লবনাক্ততা নিরসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি নদী খননের মাধ্যমে শুকিয়ে যাওয়া নদ-নদী পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, প্রতি বছর নদীর তীর সংরক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; নদী খনন নদীর তীর ভাঙ্গনরোধ করতে পারে। তিনি বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, দেশের পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর গুরুত্ব পানি ব্যবস্থাপনায় অপরিসীম। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন যে, পানি সেক্টরে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয়কারী হিসেবে ওয়ারপোর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক সংস্থা/মন্ত্রণালয় এর স্বচ্ছ ধারণা নেই। পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/মন্ত্রণালয় এর কর্মকান্ডের সমন্বয় বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে ওয়ারপোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৪.৫ প্রফেসর আব্দুর রহিম, প্রাক্তন অধ্যাপক, নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ, বুয়েট বলেন যে, দেশের নিজস্ব সম্পদের উপর আস্থা নিয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবে। পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় শুধু বড় বড় নদীগুলো নয়, সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে বিবেচনায় আনতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি দেশের দক্ষিণে সমুদ্রের অর্থনৈতিক সীমানা চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়েছে এবং এটা পরবর্তী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, পরিকল্পনা হালনাগাদকরণে জনগণের মতামত নিতে হবে; প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নপূর্বক পরিকল্পনা হালনাগাদ করার অনুরোধ জানান।

৪.৬ জনাব এম, এ, মান্নান, মাননীয় এমপি, সুনামগঞ্জ-৩ কর্তৃক উত্থাপিত "ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব নিরুপন" সংক্রান্ত সমীক্ষার ফলাফল বিষয়ে এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে মুখ্য সচিব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান বলেন যে, ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি ভারতে আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পে পেনিনসুলার কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, হিমালয়ান কম্পোনেন্ট এ প্রকল্পের আওতাভূক্ত নয়।

৪.৭ ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে যৌথ কন্সালটেটিভ কমিশনের বৈঠককালে আন্ত:বেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ভারত বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি পেনিনসুলা নদীর সংযোগের বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করেছে; হিমালয় অঞ্চলের/ নদীর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংযোগ হচ্ছে না বিধায় এ বিষয়ে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

৪.৮ জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মাননীয় এমপি, গাইবান্ধা-৪, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ নদী কমিশন এর সভা অনুষ্ঠানের বিষয় জানতে চান। উত্তরে শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, এযাবৎ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৯ জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় বলেন যে, উজান থেকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী বয়ে বিপুল জলরাশি ও প্রচুর পলি এ ব-দ্বীপ অঞ্চল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নিষ্কাশিত হয়। এ পানিকে নিরাপদে নিষ্কাশনের জন্য চ্যানেলগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে; এটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একটি আরোপিত দায়িত্ব। তিনি এ বিষয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের সহায়তায় যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের আগামী পানি বিষয়ক প্রতিটি প্রকল্প নদী অববাহিকাভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। দেশের মধ্যে পুকুরগুলোকে সংরক্ষণ করে প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত: একটি পুকুর নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য চিহ্নিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এটি স্থানীয় সরকারের আওতায় করা যেতে পারে।

৪.১০ বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, সীমিত পানি সম্পদকে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদাহরণগুলোকে বিদেশী এবং প্রতিবেশীদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন যে, ২০০৯ সালে আমরা প্রচুর খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনে সহায়তা করেছি; যা প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষিণে লবন সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছি। পাহাড়ী অঞ্চলে ঝর্ণার পানি, বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি ব্যবহারের প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৪.১১ জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মধ্যে একটি Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত Framework Agreement এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ এবং পানি সম্পদের অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের Working Group গঠন করা হয়েছে।

ভুটান ও নেপালের Working Group গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এ বিষয়ে অচিরেই বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ Working Group এর মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪.১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলোচনার এ পর্যায়ে ঢাকার হাতিরঝিল, সেগুনবাগিচা খাল, পান্থপথের দু'পাশের নিম্ন জলাভূমি, ধানমন্ডি এলাকার লেকের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, বক্স কালভার্ট দ্বারা খাল প্রতিস্থাপন; জলাশয়/জলাভূমিগুলো ভরাট এবং আবাসিক/বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলো শহরের পানি ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিক পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তিনি ঢাকা শহরের খাল ও জলাভূমি রক্ষার জন্য প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদ-নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদীপথগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে। নদী খননের সাহায্যে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, নদীর তীরে ভাঙ্গন কমবে, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে, নৌ-চলাচল ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং অনেক ভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের লবনাক্ততা হ্রাসের জন্য প্রতি বছর গড়াই নদীর রক্ষণাবেক্ষণ খনন করতে হবে। ১৯৯৮ সালে গড়াই নদী খনন করা হলেও দীর্ঘদিন তা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। তাই বর্তমানে পুন:খনন করতে হচ্ছে। তিনি যে কোন প্রকল্প প্রণয়নের সময় এর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় এনে প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্ষা-মৌসুমে আমাদের দেশের ভিতর দিয়ে বিপুল পরিমাণে পানি প্রবাহিত হয়। এটিকে ধরে রাখার কৌশল প্রণয়ন করা দরকার। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিম্নগামীতা রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৃষ্টির পানি ও ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

৪.১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল এবং বাংলাদেশ-ভারত-ভুটান সমন্বয়ে দুটি আলাদা আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করেন।

৫.০ সম্মানিত চেয়ারপারসনের সম্মতিক্রমে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি-২ সভায় উত্থাপন করে জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ বিগত ২১ মে, ২০১২ মন্ত্রিপরিষদে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এক্ষণে, প্রস্তাবিত আইনটি ভেটিং এর জন্য আইন-বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। যেহেতু এটি মন্ত্রিপরিষদে ইতোমধ্যে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে সেহেতু এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৬.০ সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচ্যসূচি-৩ এ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদ প্রসঙ্গে বলেন যে, ২৫ বছর মেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির স্বল্পমেয়াদী (২০০১-২০০৫) এবং মধ্যমেয়াদী (২০০৫-২০১০) কর্মসূচির সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদীসমূহের মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন, আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু উষ্ণায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটিকে সংশোধন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

৬.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ১৯৯৮-২০০১ সালে প্রণীত হয়। এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার পরিকল্পনা। ২৫ বছর মেয়াদী এ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জরুরিভিত্তিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওয়ারপোকে পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী হিসেবে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। সমুদ্র-সীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনকেও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় প্রতিফলিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেন।

৭.০ সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এরপর বিবিধ আলোচনায় সভাকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) বিগত দু'টি সভা অনুষ্ঠানের বিষয়, গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

৭.১ সচিবের প্রস্তাবের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

৮.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

৮.১ ২৫ বছর মেয়াদী সমন্বিত "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউইএমপি)" হালনাগাদ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এনডব্লিউএমপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য ওয়ারপোকে শক্তিশালী করতে হবে।

৮.২ সমীক্ষা এবং গবেষণাধর্মী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ও সমন্বিত ব্যবহার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৮.৩ বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ দ্রুত ভেটিং করত: সংসদের আসন্ন অধিবেশনে উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮.৪ শহরাঞ্চলে জলাভূমিসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

৮.৫ প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হলো।

৯.০ পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪.০২.২০১২
(শেখ আলতাফ আলী)
সিনিয়র সচিব
ও
সদস্য-সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "চামেলী" কক্ষে ২৪-০৫-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর ৮ম সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা (হাজিরা মোতাবেক) ঃ

১। সম্মানিত সদস্যবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। জনাব রেজাউল করিম হীরা, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৪। জনাব মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৫। জনাব এ কে খন্দকার, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
৬। আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব মোস্তফা ফারুখ মোহাম্মদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, যশোহর-২।
৮। জনাব এম, এ, মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩।
৯। জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-৪।
১০। জনাব র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান।
১১। জনাব মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১২। জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
১৩। জনাব উজ্জল বিকাশ দত্ত, সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
১৪। নাসরিন বেগম, অতিরিক্ত সচিব (চঃদাঃ)/ সচিবের দায়িত্বে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
১৫। জনাব কে এম মোজাম্মেল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৬। জনাব মরতুজা আহমদ, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৭। জনাব মোহাম্মদ সফিকুল আজম, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
১৮। জনাব মোঃ আবদুল আজিজ, মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৯। জনাব কে এ এম শহিদুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
২০। ড. এম. এ. কাশেম, প্রাক্তন মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা।
২১। প্রফেসর আব্দুর রহিম, প্রাক্তন অধ্যাপক, নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২২। জনাব মীর সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।
২৩। জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ঢাকা।
২৪। ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ঢাকা।

সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা ঃ

১. কামরুন নাহার খানম, অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২. জনাব পরিমল চন্দ্র সাহা, যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩. জনাব খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, উপ সচিব, পনি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪. জনাব সাইফুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পানি সম্পদ), ওয়ারপো, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ রেজাউল করিম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চঃদাঃ), ওয়ারপো, ঢাকা।
৬. জনাব এস, এম, শাহাব উদ্দিন মাহমুদ, উপ-সচিব, ওয়ারপো, ঢাকা।
৭. জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র ভদ্র, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।